চুয়াডাঙ্গা জেলায় শ্রেষ্ট ওসি দর্শনা থানার মাহাবুবুর রহমান

চুয়াডাঙ্গা জেলার ৫টি থানার মধ্যে দর্শনা নবগঠিত থানা আইন শৃঙ্খলাসহ সার্বিক বিষয়ে ১ম স্থানে আবস্থান করেছে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২টায় গত মার্চ-২০২০ মাসের জেলা আইন শৃঙ্খলা ভিডিও কনফারেন্স এর সভায় দর্শনা থানাকে শ্রেষ্ঠ থানা হিসাবে ঘোষনা করেন জেলা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম।

এছাড়া দর্শনা থানার অফিসার্স ইনচার্জ মাহাব্বুর রহমান, এসআই শরিফুল ইসলাম ও এএসআই মারুফুল ইসলামকে দক্ষতার সাথে তাদের দায়িত্ব পালন করায় শ্রেষ্ঠ কর্মকর্তা হিসাবে নিবার্চন করেন।

মাদকসহ বিভিন্ন অভিযানে আসামী গ্রেফতার, অপরাধ দমনে দক্ষ ভুমিকা, দর্শনা থানার সার্বিক আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভাল রাখার প্রেক্ষিতে দর্শনা নবগঠিত থানকে ও অফিসার্স ইনচার্জসহ ৩জন অফিসারকে শ্রেষ্ঠ অফিসার হিসাবে স্বীকৃতি দেন জেলা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম।

চুয়াডাঙ্গায় নয় সবজি বিক্রেতাকে জরিমানা

বেশি দামে সবজি বিক্রি এবং ক্রয় রশিদ সংরক্ষণ না করায় চুয়াডাঙ্গায় দুটি সবজি আড়ৎ এবং সাত সবজি বিক্রেতাকে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক।

গতকাল রবিবার দুপুরে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা কার্যালয়ের সহকারি পরিচালক সজল আহম্মেদ এ আদালত পরিচালনা করেন। এই অভিযানে চুয়াডাঙ্গার জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর মোট ১৭ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করে।

জেলা মার্কেটিং অফিসার শহিদুল ইসলাম জানান, অভিযানে চুয়াডাঙ্গা বড় বাজারের কণা বাণিজ্যালয় ও মোয়াজ্জেম বাণিজ্যালয়কে পাঁচ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়।

এছাড়াও বেশ কিছু খুচরা ব্যবসায়ী যুক্তিহীনভাবে বেগুন ও আদার দাম বেশি রাখায় তাদের সাত জনকে সাত হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

কিরণের হাতে বন্দি হারদী হাসপাতাল

চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার হারদী গ্রামে অবস্থিত আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স। ৫০ শয্যার এই হাসপাতালটির একটি কক্ষ জোর পূর্বক দখল করে দীর্ঘদিন ব্যবসা করে আসছে হারদী গ্রামের সিলাফত শেখ এর ছেলে কিরণ শেখ।

বহিরাগত কিরণ হাসপাতালের ঐ কক্ষে বসেই সরকারি ওষুধসহ বাইরের বিভিন্ন ওষুধ বিক্রি করে আসছে। সেই সাথে হাসপাতালে বসেই বিভিন্ন অপকর্ম করে আসছে দির্ঘদিন ধরে। বিভিন্ন সময় রোগীর আত্ময়ী সজনদের কাছে থেকে জোর করে টাকা পয়সা হাতানো সহ ভয়ভীতি দেখানোর অভিযোগ রয়েছে।

পুলিশ সুপার পদমর্যাদার একজন ও কতিথ কিছু সাংবাদিকদের ছত্রছায়ায় এই সব অপকর্ম করে আসছে বলে এর বিরুদ্ধে মুখ খুলতে সাহস পাইনা কেউ। হাসপাতাল কতৃপক্ষ বিষয়টির সব কিছু জানলেও অজানা কারনে তারা এড়িয়ে যায়।

হটাৎ করে আবির্ভাব হয়ে প্রায় বছর তিনেক ধরে লাগামহিন ভাবে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে হাসপাতাল চত্তর।
মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানে উঠেএসেছে এইসব অপকর্মের চিত্র।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কিছু এলাকাবাসী জানান, কর্ম জীবনের প্রথমে একজন করিমন চালক ছিলো। স্বাহ্য বিভাগের কোন অনুমতি ছাড়া হাসপাতালের একটি কক্ষ দখল করে ঔষধ ফার্মেসী দিয়ে দেদারছে ঔষধ

বিক্রয় করে আসছে।

হারদী হাসপাতালের সামনে কয়েক জন ব্যবসায়ী নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, বিগত ১ মাস আগে পুলিশ কেস ফরম এর জন্য ৫ শত টাকা দাবি করে কিরণ । দিতে না চাইলে রোগীর স্বজনদের সাথে কিরণের হাতাহাতি হয়। মারামারি কোন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হলে পুলিশ কেস ফরম বাবদ ৩’শ থেকে ৮’শ টাকা পর্যন্ত রোগীর কাছ থেকে হাতিয়ে নেয় কিরণ।

এছাড়াও দুর্ঘটনা কবলিত রোগীকে টাকা ছাড়া চিকিৎসা হতে দেন না কিরণ। চিকিৎসক না হয়েও এইসব রোগীকে টাকার বিনিময়ে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে থাকে।

এ নিয়ে কিরণের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি অপকের্মর কথা স্বিকার করে মেহেরপুর প্রতিদিন কে জানাই, আমি স্বাস্থ্য বিভাগের অনুমতি না নিয়ে হাসপাতালের কক্ষ দখল করে আছি। ঔষধ বিক্রয় করার ক্ষমতা আমার আছে।

আমার কাছে থেকে প্রতি মাসে ৫ থেকে ১০জন সাংবাদিক সুবিদা নিয়ে থাকে আপনার কিছু দরকার থাকলে বলেন।
এছাড়াও তার বিরুদ্ধে হাসপাতালে নারী নিয়ে ফুর্তি নিয়ে করার অভিযোগ আছে। এই বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি কৌশলে বিষয়টি এড়িয়ে যান।
স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের (আর এম ও) ডা: মুতুজ্জা আরিফিন বলেন, কিরণের বিষয়ে এবং হাসপাতালের রুম বরাদ্ধের বিষয়ে আমার কিছু জানা নেই। টিএইচও স্যারের সাথে কথা বলেন আমি কিছু বলতে পারবো না। আলমডাঙ্গা টিএইচও সাথে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করলে তাকে পাওয়া যায়নি।
আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী বলেন, বিষয়টি আমার জানান ছিলো আমি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করবো। আলমডাঙ্গা উপজেলা চেয়ারম্যান ও হারদী হাসপাতাল পরিচালনা কমিটির সভাপতি আয়ুব আলী বলেন, কিরণের বিষয়টি আমার জানান নেই। হারদী হাসপাতাল পরিচালনা কমিটি কোন রুম কাউকে বরাদ্ধ দেওয়া হয়নি। আমি কমিটির সাথে কথা বলে কিরণে বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেবো।

চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন ডা: মারুফ হাসান বলেন, সরকারী হাসপাতাল ভবনে ফার্মেসী করা যায়। কিন্ত স্বাস্থ্য বিভাগের অনুমতি লাগে। হারদী হাসপাতালে এই ধরনের কোন অনুমতি কেউ নেয়নি। কিরণের নামে

কোন নিয়োগ প্রাপ্ত কর্মচারী হারদী হাসপাতালে নেই। তার বিষয় আমার কিছু জানা নেই।

করোনা ভাইরাস: চুয়াডাঙ্গায় রিকশা, ইজিবাইকসহ সব অবৈধযান চলাচল নিষিদ্ধ

করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব মোকাবিলা করতে চুয়াডাঙ্গায় রিকশা, ইজিবাইকসহ সকল প্রকার অবৈধ যানবাহন শহরে চলাচল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছে জেলা প্রশাসন। সোমবার রাতে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার স্বাক্ষরিত এক গণবিজ্ঞপ্তিতে এই নির্দেশ জারি করা হয়।
গণবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব মোকাবিলায় চুয়াডাঙ্গা জেলায় গণ-উপদ্রব রোধকল্পে ফৌজদারি কার্যবিধি ১৮৯৮ এর ১৩৩ ধারা মোতাবেক জনস্বার্থে সকল প্রকার রিকশা, ইজিবাইকসহ সকল প্রকার অবৈধ যানবাহন শহরে চলাচল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হলো। গণবিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, নির্দেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে এবং পুলিশ, সশস্ত্র বাহিনী ও আনসারসহ সকল প্রকার আইন প্রয়োগকারী সংস্থা আইন অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যেই জেলার মধ্যে জরুরী যানবাহন ছাড়া সব ধরনের বৈধ যানবাহন চলাচলও বন্ধ করা হয়েছে।

ঢাকায় নমুনা দিয়ে চুয়াডাঙ্গায়

ফিরে জানতে পারেন করোনা আক্রান্ত

কিডনী জটিলতার কারণে চিকিৎসার জন্য ঢাকায় যান চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর গ্রামের ৬৫ বছর বয়স্ক এক ব্যক্তি। ঢাকায় কিডনির চিকিৎসা চলাকালিন সময়ে করোনাভাইরাস পরীক্ষার জন্য নমুনা নেওয়া হয়। কিন্তু রিপোর্ট আসার আগেই তিনি ফিরে আসেন নিজ গ্রাম চুয়াডাঙ্গার বেগমপুরে। পরে জানতে পারেন তিনি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত।

করোনাভাইরাসে আক্রান্তের পারিবারিক সূত্র জানায়, গত ২৯ মার্চ তিনি কিডনী জটিলতায় অসুস্থ হন। ২ এপ্রিল চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগ থেকে চিকিৎসা নিয়ে নিজ বাড়ি চুয়াডাঙ্গার বেগমপুরে নিয়ে যাওয়া হয়। ৬ এপ্রিল তিনি আরো বেশি অসুস্থ হন এবং তাঁকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালে তিনদিন ভর্তি ছিলেন তিনি। এখান থেকে তাঁকে ঢাকা কিডনী হাসপাতালে রেফার করা হয়। দেশের পরিস্থিতির কারণে ওইসময় তাঁকে ঢাকায় নেওয়া যায়নি।

পরে ১২ এপ্রিল ঢাকায় নিয়ে ১৩ এপ্রিল ঢাকা কিডনী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সন্দেহজনক হওয়ায় পরে আইইডিসিআরের সাথে যোগাযোগ করা হলে তাঁরা ১৫ এপ্রিল করোনা টেস্টের জন্য স্যাম্পল কালেকশন করেন। ওইসময় তিনি বেশ সুস্থ। ১৮ এপ্রিল কিডনী হাসপাতাল থেকে তিনি ফিরে আসেন চুয়াডাঙ্গার নিজ বাড়িতে। গত ২০ এপ্রিল ঢাকা থেকে ফোনে জানানো হয় তিনি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত।

এ ব্যাপারে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. শামীম কবির জানান, ২০ এপ্রিল সন্ধ্যা থেকেই বেগমপুর গ্রামের ওই ব্যক্তির বাড়িসহ প্রতিবেশিদের সব বাড়ি লকডাউন করা হয়েছে। বাড়ির সামনে পুলিশ মোতায়ন করা হয়েছে। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তি কিডনী জটিলতায়ও ভুগছেন। তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে এনে চিকিৎসা দেওয়া হবে নাকি ঢাকার পাঠানো হবে তা এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি।

তিনি জানান, এ নিয়ে চুয়াডাঙ্গায় করোনাভাইরাস শনাক্ত হলো দুজন।

আলমডাঙ্গায় গাঁজা ব্যবসায়ীর এক বছরের কারাদন্ড

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় এক গাঁজাব্যবসায়ীর এক বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। সোমবার সকালে ভ্রাম্যমাণ আদালত এ দণ্ড দেন। দণ্ডিত বকুল হোসেন (৪০) উপজেলার বড়পুটিমারী গ্রামের আবদুল মান্নানের ছেলে। পুলিশ একটি গাঁজার গাছসহ সকালে তাকে আটক করে।

আলমডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জ ফাঁড়ি পুলিশের আইসি এসআই রকি মণ্ডল সোমবার সকালে বড়পুটিমারী গ্রামের একটি পানবরজ থেকে গাঁজাগাছসহ আটক করে বকুলকে। পরে বেলা ১১টার দিকে সেখানে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. লিটন আলী। মাদক আইনে ভ্রাম্যমাণ আদালত মাদকব্যবসায়ী বকুলকে এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন।

জীবননগরে বিজিবির সাথে কথিত বন্দুকযুদ্ধে এক মাদকব্যবসায়ী নিহত

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে বিজিবির সাথে কথিত বন্দুকযুদ্ধে জসিম মন্ডল
(৩৫) নামে এক মাদকব্যবসায়ী নিহত হয়েছে। রবিবার দিনগত রাত একটার দিকে জীবননগরের সীমান্তবর্তি নতুনপাড়া গ্রামে এ বন্দুকযুদ্ধের ঘটনা ঘটে। নিহত জসিম জীবননগরের সদরপাড়া গ্রামের করিম মন্ডল ছেলে। এ ঘটনায় বিজিবির দুই সদস্য আহত হয় বলে জানায় পুলিশ।

জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সাইফুল ইসলাম বিজিবির বরাত

দিয়ে জানান, রবিবার রাতে সীমান্ত এলাকা থেকে ভারতীয় ফেনসিডিলসহ জসিমকে আটক করে বিজিবি। এসময় তার দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে আরো ফেনসিডিল উদ্ধারে গেলে পূর্ব থেকে ওৎ পেতে থাকা জসিমের সহযোগিরা বিজিবি সদস্যদের উপর হামলা করে। তারা ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে বিজিবির দু’সদস্য জখম করে। এসময় উভয়পক্ষের মধ্যে গুলি বিনিময়ের এক পর্যায়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান জসিম। পুলিশ লাশ উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে।

এ ঘটনায় ৫৮ বিজিবির ল্যান্স নায়েক হামিদুর রহমান জীনননগর থানায় একটি লিখিত এজাহার দাখিল করেছেন। মাদকব্যবসায়ীদের হামলায় বিজিবির ল্যান্স নায়েক মো. মহিউদ্দিন ও সিপাহী আব্দুল আলিম জখম হয়েছেন বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে।

দর্শনায় ৪ কেজি গাঁজাসহ এক জন আটক

দর্শনা পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের হৈবতপুর গ্রামের মাঠ থেকে চার কেজি গাজাসহ একজনকে আটক করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।

গতকাল শুক্রবার বেলা ৫ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার্স ইনচার্জ মাহাবুবুর রহমান এর নেত্রীত্বে এস আই সাইফুল ইসলাম সঙ্গীও ফোর্স নিয়ে ছোট বলদিয়ার আফসার আলীর ঘর জামাই এবং মৃত খোদা বক্র এর ছেলে গিয়াস উদ্দিন (৩২) কে ৪ কেজি গাজাসহ গ্রেফতার করে পুলিশ।

পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারে হৈবতপুর মাঠে গিয়াস উদ্দিন অভিনব কৌশলে ঘাসের বস্তার মধ্যে ৪ বান্ডেল গাজাসহ অবস্থান করছিল। এসময় পুলিশ ক্রেতা সেজে সাদা পোষাকে ৪ কেজিসহ গাঁজা সহ গিয়াস উদ্দিকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়।

উল্লেখ্য নবগঠিত দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মাহাবুবুর রহমান একের পর এক অভিযান অব্যহত রেখে চলেছে। ইত্যেমধ্যে জন-সাধারণের

অসহায় মানুষের পাশে দৈনিক আমার সংবাদের সম্পাদক ও প্রকাশক হাশেম রেজা

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা ও জীবন নগর উপজেলায় করোনা মহামারীর বর্তমান পরিস্থিতিতে অসহায় ওগরীব মানুষের মধ্যে নয় হাজার অসচ্ছল পরিবারের মাঝে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন দৈনিক আমার সংবাদ পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক মো: হাশেম রেজা।

দিন রাত পরিশ্রম করে করোনার ঝুঁকি উপেক্ষা করে পায়ে হেটে প্রতিটা পরিবারের বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাল, ডাল, আলু, পেয়াজ, সাবান ও মাস্ক প্রদান করেন।

এই আপদ কালীন সময়ে সহযোগিতা অব্যহত রেখেছে উপরন্ত ০১৭১১-১৩৫৫১৭ মোবাইল নং দিয়ে আসছে কারন এই আপদ কালীন সময়ে যেকোন মুহূর্তে যে কোন সময় ফোন করলে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন বলে নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন।

দেশনেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুসারে ২২শে মার্চ হতে করোনা যুদ্ধে করব জয়, বাসার বাইরে আর নয় এই শ্লোগানকে সামনে রেখে গণসচেতনতা মুলক প্রচারাভিযান অব্যহত রেখেছে।

দেশের এ সংকটময় সময়ে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করতে গরীব ও অসহায় মানুষের সেবায় আত্ম নিয়োগ করে যাঁরা আক্রান্ত হয়েছে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য দেশের সর্বস্তরের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এই নেতা।

যদিও তিনি চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশী তবুও বর্তমানে সব কিছু ভুলে করোনার বিপক্ষে মানুষের সহযোগিতায় আত্ম নিয়োগ করেছেন। নিজে নিরাপদ থাকি এবং দেশের মানুষের প্রাণ

চুয়াডাঙ্গার হাট-বাজারে মানুষের ভীড় বন্ধ হয়নি

জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে জেলাবাসিকে ঘরে থাকার অনুরোধ জানানো হলেও তা পুরোপুরি মানা হচ্ছে না।

হাট-বাজার গুলোতে মানুষের ভীড় থাকছে। মানুষ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য কেনার অজুহাতে ঘরের বাইরে আসছে।

গতকাল শুক্রবার সকাল থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত কাচাবাজার ও মাছ মাংস কেনার বাজার গুলোতে মানুষের ভীড় দেখা গেছে। গ্রাম এলাকা গুলোতে বিকেলের দিকে মানুষ বাইরে আসছে বেশি। মানুষকে ঘরে ফেরানোর জন্য পুলিশকে রীতিমত অভিযান চালাতে দেখা গেছে।

জেলা প্রশাসনও প্রতিদিনই সরকারি নির্দেশ অমান্য করে বাইরে আসায় অনেককে জরিমানা করছে। মানুষের চলাচল কমানোর জন্য শহরের বিভিন্ন পাড়ায় পাড়ায় স্থানীয়ভাবে রাস্তায় বাঁশ বেঁধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়েছে।

অনেক গ্রামে ঢুকতে হলে সাবান পানি দিয়ে হাত ধুয়ে গ্রামে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে।